223

দৈনিক সংবাদ

তারিখ 26 APR 1995
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৭

রংপুরে ১শ' ৬৬ জন ছাত্র প্রবেশ পত্রের অভাবে পরীক্ষা দিতে পারেনি

রংপুর, ২৫শে এপ্রিল (নিজস্ব সংবাদ-দাতা)।– প্রধান শিক্ষকের দায়িত্বহীনতা এবং বোর্ডের এক শ্রেণীর কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ কতিপয় শিক্ষকের সীমাহীন দুর্নীতির কারণে জেলার দু'টি থানায় ১শ' ৬৬ জন ছাত্রছাত্রীর এস,এস,সি পরীক্ষা দেয়া হলো না। এসব ছাত্রছাত্রী পরীক্ষা দিতে এসে তাদের প্রবেশপত্র না পাওয়ায় পরীক্ষা কেন্দ্র থেকে ফিরে গেছে। এ নিয়ে এলাকায় অভিভাবক মহল ও ছাত্রছাত্রীর মধ্যে তীব্র ক্ষোভ বিরাজ করছে। পরিস্থিতির মুখে স্কুলের প্রধান শিক্ষক স্কুল ছেড়ে পালিয়ে গেছে।

অভিভাবক ও ছাত্রছাত্রীদের অভিযোগে জানা গেছে, চলতি সেশনে এস,এস,সি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য পীরগঞ্জ থানার তরফ মৌজা উচ্চ বিদ্যালয় থেকে ১শ' ৫ জন ছাত্রছাত্রী ফরম ফিলাপ করে। এর মধ্যে ৩১ জন ছাত্রছাত্রীর প্রবেশপত্র পরীক্ষা কেন্দ্রে পৌঁছেনি। একইভাবে বদরগঞ্জ থানাধীন লালদিঘি উচ্চ বিদ্যালয়ের ১শ' ৩৫ জন ছাত্রছাত্রী পরীক্ষার প্রস্তুতি নিয়ে পরীক্ষা কেন্দ্র উপস্থিত হলেও তাদের নামে পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য প্রবেশপত্র না আসায় তারা ফিরে যায়। এ সম্পর্কে লালদিঘি উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের কাছে জানতে চাওয়া হলে তিনি জানান, রাজশাহী মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড কর্তৃপক্ষ এসব ছাত্রছাত্রীর প্রবেশপত্র আটক রাখায় তারা পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারছে না। এই বিপুলসংখ্যক ছাত্রছাত্রীর প্রবেশপত্র না পাওয়ার বিষয়টি কেন পরীক্ষা শুরুর শেষ মুহূর্তে জানানো হলো? তার আগে বোর্ড কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করে সমস্যার সমাধান করা হয়নি কেন? এ মর্মে তিনি কোন সঠিক জবাব জানাতে পারেননি। এদিকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে না পারায় এই ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবক মহলের বিক্ষুব্ধতার মুখে পীরগঞ্জ থানার তরফ মৌজা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আবুল হোসেন ভোলা পরীক্ষা শুরুর পূর্ব রাতেই স্কুল ছেড়ে অন্যত্র গা ঢাকা দিয়েছেন। জানা গেছে, রাজশাহী মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের এক শ্রেণীর অসাধু কর্মকর্তা-কর্মচারীর সহযোগিতায় এসব স্কুলের কিছু শিক্ষক দুর্নীতির আশ্রয় নিয়ে প্রতিটি ছাত্রছাত্রীর কাছ থেকে পরীক্ষা ফি বাবদ ২৫ শ' থেকে ৩ হাজার করে টাকা নিয়ে নানা অনিয়মের মধ্য দিয়ে ফরম পূরণ করে। ফলে এসব ছাত্রছাত্রী পরীক্ষার অংশগ্রহণের জন্য ফরম পূরণ করলেও তাদের নামে প্রবেশপত্র বোর্ড কর্তৃপক্ষ ইস্যু করেনি।